তারিখ ... 21.7.80 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ৩ ...

দৈনিক বাংলা

গণশিক্ষা : অপরিহার্য সামাজিক আন্দোলন

সভ্যতার ইতিহাসে লিপির আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। লিপিই মানুষকে শিক্ষার সুযোগ এনে দিয়েছে। মনের ভাব প্রকাশ করে একে অপরের কাছাকাছি হওয়া, চিন্তা-চেতনার বিনিময় ও পারম্পর্য বজায় রেখে একটি আন্তর্জাতিক সমাজ সংগঠনে যে বিষয়টি মুখ্যভাবে কাজ করেছে তা হলো শিক্ষা। বর্তমান বিশ্বে যে দেশ যত উন্নত, সে দেশের মানুষ তত শিক্ষিতও বটে। কারণ কোন দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য দরকার সামগ্রিক চেতনায়। শিক্ষিত লোক ছাড়া অন্য কারো মধ্যে এই চেতনার উন্মেষ সহজে ঘটে না। প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় রোমান ও গ্রীক সভ্যতার মূলে ছিল রোমান-গ্রীকদের উন্নততর শিক্ষা। বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্যের উন্নত সামগ্র জীবনের মূল কারণও তাদের উচ্চশিক্ষার হার। ইউরোপের এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে শতকরা ৯৮ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ লোকই সাক্ষর। এই অধিক শিক্ষিত হারের দেশগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবেও উন্নত। বিশ্বের অন্যতম দুইটি সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ও চীনের উন্নতির মূলেও রয়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরিকল্পিত উপায়ে বিপুল সংখ্যক লোককে এ দুটি দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়।

নিরক্ষরতা যে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রধান শর্ত, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ জাপান। এশিয়ার সর্বাপেক্ষা উন্নত এই দেশটির উন্নতির সোপান রচনা করে ব্যাপক গণশিক্ষা। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের দিকে জাপান ছিল একটি অনুন্নত দেশ। জাপানের তৎকালীন মেইজী রাজা ১৮৭৪ সালে গণশিক্ষার প্রসারকল্পে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করেন। এই কর্মসূচীর সফলতার কারণে জাপান আজ সামগ্রিকভাবে উন্নত দেশ। এমন কি জাপান অর্থনৈতিকভাবে ইউরোপের অনেক দেশ থেকেও উন্নত। ভিয়েতনামের স্বাধীনতার পরে হো চি মিন নব্য দেশটির জন্য যতগুলো কর্মসূচী হাতে নেন তার মধ্যে সাক্ষরতা কার্যক্রম একটি। ভারতীয় উপমহাদেশ এককালের শিক্ষা-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হলেও বর্তমানে শিক্ষা হার খুবই কম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও কাম্পুচিয়ায় শিক্ষিত লোকের হার শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি। কোন কোন দেশে এই হার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত। ভারতে এই শিক্ষার হার শতকরা প্রায় ২৯.৪৫। যদিও কেরালা প্রদেশে সর্বোচ্চ শিক্ষার হার ৬২.৫৩।

কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষার হার খুবই লজ্জাজনক। প্রবৃদ্ধির হার আরো হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৬১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মোট শিক্ষিতের হার ছিলো ২১.৫ ভাগ। ১৯৭৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় এই দীর্ঘ ১৩ বছরে মাত্র .০৭ ভাগ শিক্ষার হার বেড়েছে। এর মধ্যে শুধু দস্তখত করতে পারে এমন সংখ্যাও ধরা হয়েছে। বর্তমানে এক জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনশিক্ষার হার শতকরা ২৩ ভাগ। অর্থাৎ ৭৭ ভাগ জনগোষ্ঠীই নিরক্ষতার অভিশাপে হাবুডুবু খাচ্ছে। উপরন্তু এই শিক্ষা হারের ৩.০৩ ভাগ শুধুমাত্র দস্তখত করতে পারে। মোট শিক্ষা হার থেকে এই সংখ্যা বাদ দিলে প্রকৃত শিক্ষা হার আরো হ্রাস পাবে। এই হিসেবে নিরক্ষতার পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ৮০ ভাগ। পাশ্চাত্য দেশে যে পরিমাণ লোক গড়ে সাক্ষর আমাদের দেশে সেই পরিমাণ লোকই নিরক্ষর।

বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যা তাই একটি জটিল সামাজিক সমস্যা। দেশের উন্নয়নের জন্যও এই নিরক্ষরতা একটি বড় বাধা। অদক্ষ জনশক্তি যেমন সমাজ ও জাতির বোঝা, অশিক্ষিত জনসমষ্টিও তেমনি উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। অশিক্ষিত মানুষ যেমন নিজে তার ভাল-মন্দ যথাযথ উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনি সে অপরের [illegible] রাখতে পারে না। রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি দায়িত্বের ক্ষেত্রেও পারে না আনুগত্য দেখাতে। একইভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে তার অধিকার আদায়েও সে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু অশিক্ষা মানুষকে স্থূল, মানসিক সংকীর্ণ ও সাংস্কৃতিকভাবে দেউলিয়া করে তোলে। মানুষকে করে ফেলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

অশিক্ষিত মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক জীবনে নিরক্ষরতার প্রভাব আরো বেশি। কোন দেশের সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য দরকার সুস্থ ও সাবলীল সমাজ সংগঠন। সামাজিক স্থিতিশীলতা ছাড়া সমাজ তথা জাতির উন্নয়ন কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজই এই সামাজিক স্বস্তি উপহার দিতে পারে। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত সমাজ হয় দ্বন্দ্বমুখর, স্বার্থশিকারী, পশ্চাৎমুখী ও অসহিষ্ণু। সামাজিকভাবে হয় অসচেতন। নিরক্ষরেরা শুধু আক্ষরিক অর্থেই সামাজিক জীব হয়ে বাস করে। অথচ উন্নত জীবন যাপনের জন্য সমাজসচেতনতা একান্ত অপরিহার্য। নিরক্ষর জনসমষ্টি জাতীয় উন্নতির পথেও প্রধান অন্তরায়। সমগ্র [illegible] আজ একটা গ্লোবাল ভিলেজ। বাংলাদেশও এই বিশাল বিশ্বগ্রামের সদস্য। পারস্পরিক প্রয়োজন ও বোঝাপড়ার কারণে বিশ্বের প্রত্যেক মানুষই আজ প্রত্যেক মানুষের কাছাকাছি হয়েছে। এখানে একে অপরকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। সমগ্র বিশ্বব্যাপী এখন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলছে। কি অর্থনীতি, কি সংস্কৃতি, কি বিজ্ঞান ও [illegible]বিদ্যা—সব ক্ষেত্রেই এই প্রতিযোগিতা। বিদ্যা ও মেধার এই প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে গেলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। প্রকৃতির ইতিহাসের পাতা যদি উল্টাই, তবে এটাই মনে করা স্বাভাবিক যে ভবিষ্যতে শুধু যোগ্যতমরাই টিকে থাকবে। বলাবাহুল্য, অশিক্ষা এই যোগ্যতা অর্জনে প্রধান প্রতিবন্ধক।

বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টা তাই একটি অপরিহার্য সামাজিক আন্দোলন। বাংলাদেশে শিক্ষা লাভ করতে পারে এমন জনসমষ্টির সংখ্যা প্রায় ৪ কোটির মতো। একটি সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টিকে যেমন প্রকৃত অর্থেই শিক্ষিত করা দরকার তেমনি আগামী উত্তরসূরীদেরকেও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া দরকার।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু সাক্ষরতা দানেই নয়, যথাযথ শিক্ষাদানের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব।

—দেলওয়ার হাসান